গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, খরচ ৪০ কোটি টাকা!

গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। আর তাতে খরচ হবে ৪০ কোটি টাকা। আবার পাঁচ বছরে মাত্র ৯ জনের বেতন ভাতা ৩ কোটি টাকা, আছে বিদেশ ভ্রমণ, সেখানেও লাগবে ৫ কোটি টাকা। এমনই হরিলুটের আয়োজন ‘গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি’ প্রকল্পের ডিপিপি’তে।প্রকল্পের ১ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এমন অনিয়মে শুধু আর্থিক নয়, ক্ষতি হয় সুনামেরও। পরিকল্পনামন্ত্রী মনে করেন, প্রচলিত আইনি কাঠামোর ফাঁক গলেই রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে অনিয়মে অভিযুক্তরা।

দেশের বাজারে ভালো মানের হাত ধোয়ার একটি বেসিনের সর্বোচ্চ মূল্য ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা, পানির পাম্পসহ যার সর্বোচ্চ খরচ ৩৫ হাজার টাকা। অথচ পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনিতে সাড়ে তিন ফুট লম্বা একটি স্টেশন তৈরিতে ২ লাখ টাকারও বেশি অর্থের প্রস্তাব করেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

পানির পাম্পসহ এরকম ১ হাজার ৪২৫টি স্টেশন তৈরির খরচ সাড়ে ২৮ কোটি টাকা। ডিপিপিতে আচরণ পরিবর্তন আর হাত ধোয়া শেখাতে চাওয়া হয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। পরামর্শকদের পেছনে ২৭ কোটি টাকা, আবার নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে অধিদপ্তর ব্যয় করবে ৭ কোটি টাকা।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প পরিচালক আনোয়ার ইউসুফ বলেন, এজন্যই তো প্ল্যানিং কমিশন আছে, একনেক আছে। আমি যেটা দিলাম সেটাই তো পাস হয়ে যাবে না। অনেক কিছু মিলিয়েই কিন্তু টাকাটা।

বিদেশি অর্থায়ন হওয়ায়, এ ধরনের প্রকল্পে অনিয়মের আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে ঝুঁকিতে পড়ে রাষ্ট্রের সম্মানও, এমন মত অর্থনীতিবিদদের।

বিশ্বব্যাংক সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, নিয়ন্ত্রণে যদি ঘাটতি থাকে, তাহলে বিশ্বব্যাংক এসে এগুলো ঠিক

করে দেবে, এটা আসলে বাস্তবসম্মত না।

যদিও, মন্দের ভালো হিসেবে, গত ১৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় ব্যয়ের প্রস্তাবনা নিয়ে আপত্তি তুলে তা ফেরত পাঠিয়ে প্রায় সব খাতে খরচ অর্ধেকে নামাতে বলেছে পরিকল্পনা কমিশন।

প্রকল্পে দুর্নীতি বন্ধে আইনী জটিলতায় হতাশা প্রকাশ করলেন পরিকল্পনামন্ত্রী।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বিধি-বিধান কিন্তু আছে। আপ্লিকেশন প্রায় হয়ই না, এড়িয়ে যায়। আমরা স্বীকার করি এগুলো সহজেই হবে না, সময় লাগবে।

মাস কয়েক আগে সারাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকার একই ধরনের একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে একনেক। শুধু গোপালগঞ্জের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতে আলাদা একটি প্রকল্প প্রস্তাব রয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সংকট নিরসনে সমুদ্রপথে আসছে পিয়াজ

ভারত বাংলাদেশে পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করার পর পিয়াজের বাজারে এক অস্তিরতা বিরাজ করছে। গতকাল সকাল থেকে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে পিয়াজ। খুচরা বাজারে পিয়াজ ৯০-১০০ টাকায় বিক্রি হলেও পাড়া-মহল্লায় সেটা ১১০-১২০ টাকা।

অথচ সোমবার দেশি পিয়াজের কেজি ছিল ৬০ থেকে ৬৫ টাকা এবং আমদানি করা পিয়াজের কেজি ছিল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা।

পিয়াজের বাড়তি দামে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রেতা ও বিক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, বাজারে পিয়াজের সংকট না থাকলেও ইচ্ছে করেই দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে বিক্রেতাদের দাবি, বাজারে পিয়াজের সংকটে

দাম বেড়েছে।

এদিকে দেশে পিয়াজের বাজারে সরবরাহ সংকটের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে সেপ্টেম্বর শুরু থেকেই মিসর, চীন, তুরস্ক, মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে পিয়াজ আমদানি করছেন ব্যবসায়ীরা।

এ জন্য সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্ভিদ সংগনিরোধ বা কোয়ারেন্টিন দপ্তর থেকে গত সোমবার পর্যন্ত ৯ হাজার টন পিয়াজ আমদানির অনুমতি (আইপি) সনদ নিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার এক দিনেই আরো ১০ হাজার ৭৪২ টন আমদানির অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসছে মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে। আর সব পিয়াজের চালান দেশে আসবে সমুদ্রপথে।

চট্টগ্রাম থেকে সবচেয়ে বেশি ৩ হাজার টন পিয়াজ আমদানির অনুমতি নেওয়া ট্রেড ইমপেক্সের ফারুক আহমদ বলেন, ‘অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আমি চালানটি আনার চেষ্টা করছি। অনুমতি নেওয়ার এক দিন পর ব্যাংক থেকে ঋণপত্র খুলেছি। জাহাজীকরণের পর চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাতে ১৪ দিন লাগবে। পাকিস্তান ও চীন দুই দেশ থেকেই বিভিন্ন চালানে পিয়াজ আসবে। জাহাজে তোলার পর বলতে পারব কখন চালানটি দেশে পৌঁছাবে।’

গত বছরও ভারত হুট করে পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছিল। এতে বাংলাদেশে পিয়াজের দাম বেড়েছিল হু হু করে। সেসময় খুচরা বাজারে রেকর্ড ৩০০ টাকা কেজি দরে পিয়াজ বিক্রি হয়েছে। এবার পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণার পরপরই দেশের খুচরা বাজারে দাম বাড়তে শুরু করেছে।

লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবি, ২৪ জনের মৃত্যু

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা আইওএম জানিয়েছে, ভূমধ্যসাগরের লিবিয়া উপকূলে রাবারের নৌকা ডুবে কমপক্ষে ২৪ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে তুরস্কভিত্তিক গণমাধ্যম

আনাদোলু।

আইওএম এর মুখপাত্র সাফা সেহলি জানান, লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় অভিবাসন প্রত্যাশীদের রাবারের তিনটি নৌকার একটু ডুবে যায়।

এসময় লিবিয়ার কোস্ট গার্ড ৪৫ জনকে উদ্ধার করে বলে জানায় আইওএম এর ওই মুখপাত্র।

আফ্রিকা ও লিবিয়া থেকে অভিবাসীদের বেশিরভাগেরই পছন্দের রুট হলো ভূমধ্যসাগর। এসব অভিবাসন প্রত্যাশীরা ইতালি এবং মাল্টা হয়ে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করেন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বের পথে ডিজিটাল বাংলাদেশ

“চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ” শীর্ষক ওয়েবিনারে দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক ও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনলাইন ভিত্তিক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগামীর বাংলাদেশ প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্বের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখবে বলে মতামত প্রকাশ করেন আলোচকরা।

গতকাল শুক্রবার রাতে অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবুর সভাপতিত্বে ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার।

তিনি বলেন, আইসিটি ক্যাডারের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং কম্পিউটার পেশাজীবীদের জন্য পৃথক ক্যাডার খোলার ব্যাপারে তিনি সর্বদা তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবেন।

এছাড়াও তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি হলো

বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিবিদদের একটি প্রাচীনতম সংগঠন যার সহযোগিতার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত।

ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী মোঃ তমিজ উদ্দীন আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোঃ ছাদেকুল আরেফিন।

তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দূর থেকে বহুদূর।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবংমাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

তিনি আরো বলেন ভবিষতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করতে হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির সভাপতি একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আইসিটি উপদেষ্টার কাছে তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নানামুখী সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

এছাড়াও মূল আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর দেবনাথ ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রার কথা তুলে ধরেন।

অনান্যদের মধ্যে আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, অধ্যাপক ডঃ নাসিম আখতার এবং অধ্যাপক ডঃ মোঃ শামসুল আরেফিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন, কাউন্সিলর মোঃ জারাফাত ইসলাম। ভার্চুয়াল সেমিনারে জুমের মাধ্যমে শতাধিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

অবশেষে আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তালেবানের সম্মতি

আফগানিস্তানের তালেবান শেষ পর্যন্ত সেদেশের যুদ্ধ ও সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে কাবুল সরকারের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে নিজের সম্মতির কথা ঘোষণা করেছে।

জানা গেছে, কাতারে তালেবানের রাজনৈতিক দফতরের মুখপাত্র মোহাম্মাদ নাঈম ওয়ারদাক তাদের এ প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেছেন, কাতারে অর্জিত সমঝোতা অনুযায়ী আফগান-আফগান আলোচনা শুরু করতে তালেবান প্রস্তুত রয়েছে। ওয়ারদাক জানান, আফগানিস্তানের জাতীয় স্বার্থ ও ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষা করার লক্ষ্যে তালেবান সারাদেশে শান্তি ও প্রকৃত ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরুর দানিশ বৃহস্পতিবার এ সম্পর্কে বলেছেন, আফগান-আফগান আলোচনার পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে কাবুল সরকার; কাজেই সরকার আশা করছে তালেবান যতশীঘ্র সম্ভব আলোচনার টেবিলে ফিরে আসবে।

এদিকে আফগানিস্তানের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, আফগান সরকারের পক্ষ থেকে তালেবানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ শুক্রবার কাতার যাবে।

তালেবান গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করলেও কাবুল সরকারর সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। আফগান কারাগারে আটক সকল তালেবান বন্দিকে মুক্ত করা ছিল আলোচনায় বসতে তাদের অন্যতম শর্ত। সম্প্রতি হাজার হাজার তালেবান বন্দিকে মুক্তি দিয়ে আফগান সরকার তালেবানের সে শর্ত পূরণ করেছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জ্বলছে ক্যালিফোর্নিয়ার বনাঞ্চল, মৃত ১১

আমাজনের দাবানলের স্মৃতি ফেরাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া। একদিনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ২৫ মাইল সবুজ অরণ্য। পুড়েছে বাড়িঘরও। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১।

জানা গেছে, বজ্রবিদ্যুৎ থেকে দাবানলের সূত্রপাত। গত তিন সপ্তাহ ধরেই জ্বলছে বনভূমি। পুড়ছে বাড়িঘর। নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না আগুন। উল্টে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে দ্রুত ছড়াচ্ছে দাবানল। যার জেরে গতকাল বুধবার নতুন করে প্রাণ গেছে তিনজনের। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম উষ্ণ এলাকা হওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। আশেপাশের প্রায় ২ লাখ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও স্বস্তি নেই। দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ১২ হাজার দমকল কর্মী। শুকনো পাতাঘেরা জঙ্গল আগুন ছড়িয়ে পড়ার পক্ষে একেবারে আদর্শ পরিবেশ। তাতেই বিপদ দ্বিগুণ হয়েছে।

টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো, সান ফ্রান্সিসকোসহ একাধিক জায়গা থেকে দমকল কর্মী এবং ইঞ্জিন এনেও তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। পাশাপাশি এই দাবানলের কারণে ক্যালিফোর্নিয়ার তাপমাত্রার পারদ চড়েছে অনেকটাই। তার নেপথ্যে যে এই দাবানল, তা বোঝা গেছে পরে।

গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলসের বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানল। কত প্রাণী যে তাতে ঝলসে গেছে, তা এখনও হিসাব করা যায়নি। তার আগে বিশ্ববাসীর মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল আমাজনের দাবানল। সেই স্মৃতিই উসকে দিচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

স্পিডবোটে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, তাড়া খেয়ে ফিরল ৪০ চীনা সেনা

পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চরম উত্তেজনার মধ্যে আরও একবার ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করল চীনের পিপল’স লিবারেশ আর্মি, পিএলএ। গত মঙ্গলবার, ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে, আবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে চীনা সেনা। সূত্রের খবর, প্যাংগং লেকের পশ্চিম তীর দিয়ে মঙ্গলবার একাধিক স্পিডবোট চেপে চীনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু, তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। লেকে ভারতীয় বাহিনীর সজাগ পাহারায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে গত সোমবার চীনা সেনার ২৫-৩০ জনের একটি দল চুশূলের মুখেরপরি পাহাড় দখলের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সেদিনও পারেনি। ভারতীয় বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে ফিরে যায়।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার পূর্ব লাদাখের ফিংগার-চার অতিক্রম করে চীনাসেনার একটি দল ভারতীয় ভূখণ্ডের আরও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা। দুটি স্পিডবোট ৪০ চীনা সেনা ফিংগার তিনেকর দিকে এগোতে থাকে। গত মে মাস থেকে ফিংগার-ফোর দখল করে রেখেছে চীন। সেখানে লালফৌজের শিবিরও তৈরি হয়েছে। ফিংগার-তিনে মোতায়েন থাকা ভারতীয় সেনার নজর উপেক্ষা করে এবার আর এগোতে পারেনি চীনা সেনার ৪০ জনের ওই দলটি। ভারত সতর্ক করলে, স্পিডবোট মুখ ঘুরিয়ে ফিংগার চারে ফিরে যায় চীনা সেনা।
২৯ ও ৩০ অগস্ট রেচিন লা ও রেজাং লা’র দখল নিতে সমর্থ হয় ভারতীয় সেনা। এই দুই অঞ্চল থেকে চীনের মল্ডো ক্যানটনমেন্টের উপর নজর রাখতে পারবে ভারতীয় সেনা। কৌশলগত গুরুত্বের কথা ভেবে চীনা সেনা চেষ্টা করবে এই শিখর দু’টি পুনর্দখল করার।

ভারতীয় সেনা বাহিনীও চুপচাপ বসে নেই। চীনা সেনা যেসমস্ত এলাকা দিয়ে বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে, সেখানে ভারতও ট্যাংক ও

সাঁজোয়া যান তৈরি রেখেছে। যে কোনও ধরনের চীনা আগ্রাসনের জবাব দিতে ভারত তৈরি। চীনের পক্ষ থেকে সামান্যতম উস্কানির চেষ্টা হলে, ভারতীয় সেনা ছেড়ে কথা বলবে না। চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে রাজনাথ সিং সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গলওয়ানের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে, এ বার আর ভারত ছেড়ে কথা বলবে না।

বুধবার থেকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করে উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালছে চীন। সরকারি সূত্রে খবর, প্যাংগং লেকের উত্তরে, ফিংগার অঞ্চলে নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করেছে চীন। এর মধ্যে সংঘাতে প্ররোচনা রয়েছে বলেই মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় সেনাও অবগত। পিপল’স লিবারেশন আর্মির কার্যকলাপের দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রত্যাঘাত করতে পিছপা হবে না ভারতীয় সেনা। পরিস্থিতি যদি সেদিকে এগোয়, ভারতকে প্রত্যাঘাত করতেই হবে, জানাচ্ছে সরকারি ওই সূত্র।

সূত্র : এই সময়।

হতাহতের পরিবারকে ৫ লাখ টাকা করে দিতে তিতাসকে নির্দেশ

নারায়ণগঞ্জে মসজিদে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৩৭ জনের পরিবারকে জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় পাঁচ লাখ টাকা করে দিতে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

আদালতের আদেশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে এ টাকা দিতে বলা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের ডিসিকে ভুক্তোভোগীদের মাঝে এ টাকা বিতরণ করতে বলেছেন আদালত।

এ সংক্রান্ত একটি রিটের শুনানি নিয়ে বুধবার বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি মো. খায়রুল আলমের হাইকোর্ট বেঞ্চ বুধবার রুলসহ এ আদেশ দেন।

দগ্ধ ৩৭ জনের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মার-ই-য়াম খন্দকার সোমবার জনস্বার্থে এ রিট আবেদন করেছিলেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী তৈমুর আলম খন্দকার। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্তি অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর-উস সাদিক।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের পশ্চিম তল্লা এলাকায় বায়তুস সালাত জামে মসজিদে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অর্ধশতাধিক মুসল্লি দগ্ধ হন।

দগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৭ জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন আরও ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান চিকিৎসকরা।

নেত্রকোনার গুমাই নদীতে নৌকাডুবি, ৯ লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনার কমলাকান্দা উপজেলার গুমাই নদীতে বালুভর্তি নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষে যাত্রীবোঝাই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

বোড়কাপন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একেএম হাদিছুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ৩৫ যাত্রী নিয়ে নৌকাটি ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যনগর থেকে নেত্রকোনার কাকড়গোনা এলাকায় যাচ্ছিল।

বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে বালুবাহী

নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলে যাত্রীবোঝাই নৌকাটি ডুবে যায়। ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক কাজী আবদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই। জেলা ফায়ার সাভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেয়া হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

গণভবনের লেকে মাঝে মধ্যে ছিপ নিয়ে মাছও ধরি : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, করোনার কারণে এখন সকালে একটু হাঁটি। এছাড়া সময় পেলে গণভবনের লেকে মাঝে মধ্যে ছিপ নিয়ে মাছও ধরি।

তিনি বলেন, বাবার নির্দেশ ছিল সম্মান নিয়ে মানুষের সাথে চলতে হবে। এখনো কোনো জিনিস প্রয়োজন হলে, কাজের মেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করি, এইটা কী আমাকে দিতে পারবে? ভালো পোশাক না পরলেই তাকে অবহেলা করতে হবে, সেই শিক্ষা বাবার কাছে পাইনি।

সকালে উঠে জায়নামাজ খুঁজি। তারপর নিজে চা বানিয়ে খাই। বোন বা মেয়ে যারা আগে ওঠে তারা চা বানায়। আমরা চেষ্টা করি নিজেদের কাজটা নিজেরা করতে। ঘুম থেকে উঠে বিছানা পরিষ্কার করি। করোনার কারণে এখন একটু হাঁটি সকালে। গণভবনের লেকে মাঝে মধ্যে ছিপ নিয়ে মাছও ধরি।

আজ বুধবার একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ফখরুল ইমামের সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউএনওর ওপর হামলার ঘটনায় তদন্ত চলছে। কেউ বলছে চুরি, শুধু চুরি না। এখানে আর কী আছে তাও দেখা হচ্ছে। অপরাধী আমাদের চোখে অপরাধীই। কোন দল করে সেটা দেখি না।

আমি অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই দেখছি। এখানে আরও কিছু আছে কিনা তাও দেখা হচ্ছে। অপরাধীর অবশ্যই বিচার হবে। কারা এ ঘটনায় মদদ দিয়েছে তাও খুঁজে বের করা হবে। সংসদ সদস্যরা যাতে অপরাধীদের রক্ষার চেষ্টা না করে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন